গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০১.২০-৩০৮

তারিখঃ ০৫ কার্তিক ১৪২৮
২১ অক্টোবর ২০২১

বিষয়ঃ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ১৪ অক্টোবর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ই-মেইলে (dstraco@rthd.gov.bd) আগামী ০৪/১১/২০২১ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

27/10/2021

(নীলিমা আফরোজ)
উপসচিব
☎২২৩৩৮০৯৬৬
E-mail : dstraco@rthd.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক বনানী, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৯. যুগ্মসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, টেকনিক্যাল সার্ভিস/মেকানিক্যাল/ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. উপসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, সওজ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়/ঢাকা/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১৩. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৫. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৬. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্রশাসন ও সংস্থাপন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৭. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৮. সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সহকারী সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৯. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

অনুলিপি: (সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)

- সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
- সিস্টেম এনালিস্ট/ সিনিয়র প্রোগ্রামার
- প্রোগ্রামার
- মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
- সঃমেঃ ই-১/ সঃমেঃই-২
- নথি

ডাইরি নং.....................
তারিখ......25/10/2021
স্বাক্ষর

E:\Coordination Metting\Forwading.doc

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় শাখা

সেপ্টেম্বর ২০২১ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মো: নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ১৪ অক্টোবর ২০২১
সময় : সকাল: ১০.০০ মিনিট
স্থান : অনলাইন (জুম অ্যাপস্)
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট - ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে অনলাইনে (জুম অ্যাপস্) সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	**বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা** ১৯ সেপ্টেম্বর'২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।	বিগত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হল।	উপসচিব (সমন্বয়) ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা
২.	**অনিস্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:** **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার সেপ্টেম্বর'২১ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি**		

দপ্তর/সংস্থার নাম	আগস্ট'২১ মাস পর্যন্ত অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা	সেপ্টেম্বর'২১ মাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা			বিবেচ্যমাসে অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা
				দন্ড	অব্যাহতি	মোট	
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৭	০২	০৯	০০	০০	০০	০৯
সওজ অধিদপ্তর	০১	০১	২	০০	০০	০০	০২
বিআরটিএ	১১	০০	১১	০০	০০	০০	১১
বিআরটিসি	৩৮	০৫	৪৩	১৩	০২	১৫	২৮
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	-	-
মোট	৫৭	০৮	৬৫	১৩	০২	১৫	৫০

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জানান, এ বিভাগে বর্তমানে চলমান মামলার সংখ্যা ৯টি। তন্মধ্যে ০১টি মামলায় বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের বিষয়ে সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি)'র মতামত পাওয়া গিয়েছে। ০২টি মামলায় সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ০২টি মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব দীপঙ্কর মন্ডল ২৫/০৮/২০২১ তারিখে শুনানী গ্রহণ করেছেন। অপর ০২টি মামলার শানানী শেষে নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। ২টি মামলার অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা প্রেরণ করা হয়েছে, এখনও জবাব পাওয়া যায়নি। পিএসসি হতে প্রাপ্ত মতামত ও শুনানী শেষ হওয়ায় মামলায় পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) এ বিভাগে চলমান ৯টি বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) পিএসসি হতে প্রাপ্ত মতামত সংক্রান্ত মামলা ও শুনানী শেষ হওয়া মামলাগুলোর বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তা
	সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত জবাবের প্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত শুনানী গত ২২ আগস্ট'২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	মামলাটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	বিআরটিএ: আগস্ট' ২০২১ পর্যন্ত অনিস্পন্ন বিভাগীয় মামলা ছিল ১১টি। সেপ্টেম্বর'২০২১ মাসে কোনো মামলা রুজু বা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিস্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ১১টি। ১১টি মামলার মধ্যে ৩টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে। ১টি মামলার তদন্ত কার্যক্রম চলমান আছে। ১টি মামলায় চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে পিএসসি'র মতামত পাওয়া গিয়েছে, শীঘ্রই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। আদালতে ২টি ও দুদকে ৪টি মামলা চলমান থাকায় বিভাগীয় মামলার আদেশ/সিদ্ধান্ত অপেক্ষমান রয়েছে। তদন্ত শেষ হওয়া মামলাগুলোর বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ এবং অন্যান্য মামলাগুলোর বিষয়ে চলমান কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) তদন্ত শেষ হওয়া মামলাগুলোর বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (খ) বিধি-বিধান অনুযায়ী অন্যান্য মামলাগুলোর চলমান কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'তে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ২৮টি। তন্মধ্যে তদন্তাধীন ১০টি, শুনানী শেষে আদেশের অপেক্ষাধীন আছে ৭টি, জবাব দাখিল করেছে ৯টি, জবাব দাখিলের অপেক্ষায় আছে ২টি। মামলা নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত আছে। তদন্তাধীন মামলার তদন্ত কার্যক্রম ত্বরান্বিতসহ সকল মামলা নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) বিআরটিসি'তে অনিষ্পন্ন ২৮টি মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) তদন্তাধীন মামলার তদন্ত কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
৩.	**আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা** **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার সেপ্টেম্বর'২১ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:**		

দপ্তর/সংস্থার নাম	আগস্ট'২১ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	সেপ্টেম্বর'২১ মাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	মামলার ফলাফল		মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা
					সংস্থার পক্ষে	বিপক্ষে	
সওজ	৩২৩৪	১৪	৩২৪৮	০৪	০৪	০০	৩২৪৪
বিআরটিএ	২৬৬	০১	২৬৭	০২	০২	০০	২৬৫
বিআরটিসি	৯৬	০২	৯৮	০২	০০	০২	৯৬
ডিটিসিএ	০৪	০০	০৪	০০	০০	০০	০৪
মোট	৩৬০০	১৭	৩৬১৭	০৮	০৬	০২	৩৬০৯

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	উপসচিব (আইন) জানান- অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো ও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের মামলাগুলোর নিষ্পত্তি বিষয়ে প্যানেল আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। কনটেম্পট ৭০টি মামলার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত বিবরণী প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান আছে। ইতোমধ্যে ২৪টি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। আগামী সভার পূর্বে ৭০টি মামলার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত বিবরণী প্রস্তুত করা সম্ভব হবে। এছাড়া, প্রশাসনিক ট্রাইবুনালে চলমান ১৬টি মামলার বিষয়ে প্যানেল আইনজীবী জানিয়েছেন বিগত ২ বছরে ৫টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। আইনজীবীদের কাছে নিষ্পত্তিকৃত মামলার তথ্যাদি চাওয়া হয়েছে। মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত ও মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রাপ্তির বিষয়ে প্যানেল আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) (১) অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিষ্পত্তির জন্য প্যানেল আইনজীবীদের সাথে নিবীড় যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) কনটেম্পট মামলাগুলো গুরুত্ব ও সতর্কতার সাথে দেখতে হবে এবং ৭০টি মামলার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত বিবরণী আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (ক) (৩) প্রশাসনিক ট্রাইবুনালে চলমান ১৬টি মামলার নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য আইনজীবীদের নিকট হতে সংগ্রহ করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল) সওজ/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
	সওজ অধিদপ্তর: (ক) প্রধান প্রকৌশলী জানান, আগস্ট'২১ পর্যন্ত সওজ অধিদপ্তরে মোট ৩২৩৪টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। সেপ্টেম্বর'২১ মাসে ১৪টি মামলা রুজু এবং ৪টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৩২৪৪টি। সরকারের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ও জনগুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো বিভিন্ন সড়ক বিভাগ পরিদর্শন করে বাছাইপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মামলাগুলো নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। মামলাগুলো নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জন্য বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবীদের নিয়ে গত ০৬/১০/২০২১ তারিখে সভা করা হয়েছে। সভায় মামলার বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ে আলোচনা হয়েছে ও প্রয়োজনীয় পরামর্ম প্রদান করা হয়েছে। আইনজীবীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে মামলা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ ও যোগাযোগে ঘাটতি রয়েছে। বিশেষ করে ঢাকা সড়ক বিভাগের মামলার ক্ষেত্রে এ ধরনের সমস্যা বেশি হচ্ছে মর্মে সংশ্লিষ্ট আইনজীবী সভাকে অবহিত করেছেন। এ বিষয়ে কার্যক্রমসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ইতোমধ্যে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (এমএসডাব্লিউ) ঢাকা জোনের এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, নির্বাহী প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি ঢাকা সড়ক বিভাগের মামলাগুলোর সার্বিক অবস্থা এবং মামলাগুলোর কোথায় কি ধরণের গ্যাপ রয়েছে তা পর্যালোচনার জন্য এ বিভাগের উপসচিব (আইন) ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে আগামী সভার পূর্বে একটি সভা আহবানের জন্য এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোনকে পরামর্শ প্রদান করেন। সভাপতি আরো অবহিত করেন বকেয়া সংক্রান্ত মামলাগুলো ভাল করে পর্যালোচনা করা উচিত। ঠিকাদারদের বকেয়া দাবীর পরিমান সঠিক আছে কিনা তা ভাল করে যাচাই-বাছাই করার জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলী, সওজকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) (১) চলমান মামলাগুলোতে প্রতিদন্দ্বিতা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) (২) ঢাকা সড়ক বিভাগের চলমান মামলার কার্যক্রম ত্বরান্বিত ও সার্বিক পর্যালোচনার জন্য এ বিভাগের উপসচিব (আইন) ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা আহবান করতে হবে। (ক) (৩) বকেয়া সংক্রান্ত মামলাগুলো পর্যালোচনা করে দেখতে হবে এবং ঠিকাদারদের বকেয়া দাবীর পরিমান সঠিক আছে কিনা তা ভাল করে যাচাই-বাছাই করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সকল জোন)/ উপসচিব (আইন)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল সার্কেল)/ এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল সড়ক বিভাগ)
	(খ) সড়ক বিভাগভিত্তিক মামলার সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ ও মামলার ডাটাবেইজ হালনাগাদ করণের লক্ষ্যে সড়ক বিভাগগুলোতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং মামলা হালনাগাদকরণের কাজ অব্যাহত আছে। ইতোমধ্যে অধিকাংশ সড়ক বিভাগ ডাটা বেইজ হালনাগাদ করেছে। অক্টোবর'২১ মাসের মধ্যে সবগুলো সড়ক বিভাগের মামলার ডাটাবেইজ হালনাগাদ সম্পন্ন করা হবে।	(খ) অক্টোবর'২১ মাসের মধ্যে সড়ক বিভাগভিত্তিক মামলার সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ ও মামলার ডাটাবেইজ হালনাগাদ সম্পন্ন করতে হবে।	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(গ) মোটরযানের ওভার লোডের কারণে বেইলী ব্রীজের ক্ষতিসাধন ও ভেঙ্গে যাওয়ায় ঘটনায় ২৮টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলাগুলো চলমান আছে। মামলাগুলোর আর্জি পর্যালোচনা করে দেখার জন্য আগামী ১০ দিনের মধ্যে আর্জিসমূহ সংগ্রহের জন্য সভাপতি উপসচিব (আইন)-কে পরামর্শ প্রদান করেন।	(গ) ২৮টি মামলার আর্জি আগামী ২৪/১০/২০২১ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করে পরবর্তী সভায় একনজরে বিবরণ উপস্থাপন করতে হবে।	
	বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, আগস্ট পর্যন্ত পেন্ডিং মামলার সংখ্যা ছিল ২৬৬টি। সেপ্টেম্বর'২১ মাসে ১টি মামলা রুজু ও ২টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ২৬৫টি। মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান আছে। গত ২৫ আগস্ট ২০২১ তারিখ বিআরটিএ'র চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে সচিব, পরিচালক (সকল) ও বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টাদের সমন্বয়ে বিআরটিএ সদর দপ্তরে সভা করে পেন্ডিং মামলাসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দু'জন আইন উপদেষ্টাকে মামলাগুলো ভাগ করে দেয়া হয়েছে। আইন উপদেষ্টাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ অব্যাহত রাখাসহ আইনজীবীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও সভা করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (আইন)
	বিআরটিসি : (ক) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, আগস্ট'২১ মাস পর্যন্ত বিআরটিসি'র অনিষ্পন্ন মামলা ছিল ৯৬টি। স্টেপ্টেম্বর'২১ মাসে ২টি মামলা রুজু ও ২টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়া বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৯৬টি। মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। (খ) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঝিনাইদাহ এর বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ সংক্রান্ত মামলার বিষয়ে সওজ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী ও বিআরটিসি'র প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জিপি মহোদয়ের সাথে যোগাযোগ করেছেন। স্টে-অর্ডার প্রত্যাহারের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য তাকে অনুরোধ করা হয়েছে।	(ক) ৯৬টি মামলার নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) বিআরটিসি'র প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঝিনাইদহ এর বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের জটিলতা আইনি প্রক্রিয়ায় সমাধান করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ উপসচিব (আইন)
	ডিটিসিএ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, বিজ্ঞ আদালতে ০৪টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। তন্মধ্যে ১টি কনটেম্পট ২টি রীট ও ১টি লিভ টু আপীল মামলা। মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। কনটেম্পট মামলার বিষয়ে সভাপতি জানতে চাইলে তিনি জানান কনটেম্পট মামলার রায় বাস্তবায়নে জন্য যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ উপসচিব (আইন)

৪. **<u>অডিট আপত্তির বিবরণী:</u>**

বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০২	-	০১	০১	-	০২	-	০২
সওজ অধিদপ্তর	৭৩৯৬	১১৩০	৫,৬৫৬	৬১০	-	৭,৩৯৬	০৮	৭৩৮৮
বিআরটিসি	১২৩৮	১৭৮	৯৬৯	৯১	-	১২৩৮	-	১২৩৮
বিআরটিএ	২৮০	৪৬	২৩৪	-	-	২৮০	-	২৮০
ডিটিসিএ	১৭	০৭	১০	-	-	১৭	-	১৭
ডিএমটিসিএল	১০	০২	০৮	-	-	১০	-	১০
মোট	৮,৯৪৩	১,৩৬৩	৬,৮৭৮	৭০২	-	৮,৯৪৩	০৮	৮,৯৩৫

সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান যে, আগস্ট'২১ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ৮,৯৪৩টি। সেপ্টেম্বর'২১ মাসে ৮টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ৮,৯৩৫টি।

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) অবহিত করেন: (ক) এ বিভাগে দীর্ঘ পেন্ডিং ২টি অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি রয়েছে। তন্মধ্যে ১টি (খসড়া) প্রাধিকার বহির্ভূত গাড়ি ব্যবহার ও ১টি (অগ্রিম) যানবাহনে গ্যাস ও জালানী তেল বাবদ খরচের হিসাব সংক্রান্ত লগবই না পাওয়া। খসড়া আপত্তিটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর হতে পিএ কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে। পিএ কমিটিতে উত্থাপনের বিষয়ে যোগাযোগ আব্যাহত আছে। এছাড়া, অগ্রিম আপত্তিটির ওপর গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে। আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক চাওয়া হয়েছে। প্রমাণক সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। (খ) বিপুল সংখ্যক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে ৫টি ত্রি-পক্ষীয় ও ১টি দ্বি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চলতি মাসে ৩টি ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ) এর সভাপতিত্বে ১টি সভা আয়োজনের জন্য তারিখ নির্ধারণপূর্বক পরিবহন অডিট অধিদপ্তর-কে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে।	(ক) (১) এ বিভাগের ২টি (১টি অগ্রিম ও ১টি খসড়া) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) অগ্রিম আপত্তির বিষয়ে চাহিত প্রমাণক সংগ্রহ করতে হবে। (খ) দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(গ) সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, বিভাগ, সার্কেল, জোন পর্যায় হতে অডিট আপত্তির সংখ্যা ভাল করে যাচাই-বাছাই করে সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ ও নিরীক্ষা দপ্তরের সাথে সামঞ্জস্য বিধান (Reconcile) করে প্রত্যয়নপত্রসহ ১০/১০/২০২১ তারিখের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সময় নির্ধারিত থাকলেও অডিট অধিদপ্তর সাথে Reconcile করতে না পারায় প্রত্যয়নসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করতে পারেনি মর্মে সওজ অধিদপ্তর হতে জানানো হয়েছে। সওজ অধিদপ্তর এ বিষয়ে জানিয়েছে অনেকগুলো অডিট আপত্তিই ত্রি-পক্ষীয় সভার সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও অডিট অধিদপ্তর হতে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পত্র জারি হচ্ছে না। ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্তে জেলা প্রশাসক কর্তৃক আনুসঙ্গিক ব্যয় হিসেবে ২ শতাংশ অর্থ কেটে রাখার বিষয়ে সৃষ্ট আপত্তি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অডিট অধিদপ্তরের আপত্তি রয়েছে। স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ এর সাথে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সার্কুলার সাংঘর্ষিক। বিষয়টি সমাধানের জন্য অর্থমন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় ও অডিট অধিদপ্তরের সাথে সভা করা প্রয়োজন।	(গ) (১) ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সৃষ্ট অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে অর্থমন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় ও অডিট অধিদপ্তরকে নিয়ে সভা আয়োজনের উদ্যোগ নিতে হবে। (গ) (২) বিভাগ, সার্কেল, জোন পর্যায় হতে অডিট আপত্তির সংখ্যা ভাল করে যাচাই-বাছাই করে সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করে প্রত্যয়নপত্রসহ এ বিভাগে প্রেরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) /নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(ঘ) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান বিআরটিএ'র ২৮০টি অডিট আপত্তির মধ্যে নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষমান ৭৩টি অডিট আপত্তির সর্বশেষ অবস্থা জানতে অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। শিঘ্রই নিষ্পত্তি সংক্রান্ত আদেশ পাওয়া যাবে।	(ঘ) নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষমান ৭৩টি অডিট আপত্তির বিষয়ে অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	(ঙ) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ত্রি-পক্ষীয় ও দ্বি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের উদ্যোগ অব্যাহত আছে। ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের লক্ষ্যে মার্চ-জুলাই'২১ এর মধ্যে ৫৬টি অডিট আপত্তির কার্যপত্র এবং ০৭টি অগ্রিম (এসএফআই) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে গাবতলী (পূর্বে উখলী) বাস ডিপোর ১৫টি অগ্রিম অডিট আপত্তির ওপর গত ৩০/০৯/২০২১ তারিখে ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ৭টি আপত্তি নিষ্পত্তি এবং ০৮টি আপত্তি প্রমাণক সাপেক্ষে নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।	(ঙ) ত্রি-পক্ষীয় ও দ্বি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের নিমিত্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
	(চ) সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, ১৭টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে। তন্মধ্যে DUTP প্রকল্পের ৮টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ০৩/০২/২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যবিবরণী ডিটিসিএ হতে মন্ত্রণালয়ে পাওয়ার পর ফাপাডে প্রেরণ করা হয়েছে। তবে জবাবের অনুকূলে কোনো প্রমাণক দাখিল করা সম্ভব হয়নি। কারণ ডিটিসি'এ অফিস স্থানান্তরের সময় এ সংক্রান্ত কাগজপত্র হারিয়ে যায়। বিষয়টি নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ'র পক্ষ হতে ফাপাডের ডিজি মহোদয়ের সাথে অলোচনা করা হলে এ বিষয়ে ভাল ফলাফল আসতে পারে।	(চ) DUTP প্রকল্পের ৮টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ফাপাডের ডিজি মহোদয়ের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
	(ছ) সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান ডিএমটিসিএল এর লাইন-৬ এর ৮টি অডিট আপত্তির বিষয়ে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যবিবরণী ফাপাড-এ প্রেরণ করা হয়েছে।	(ছ) ৮টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে ফাপাডের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
	(জ) প্রধান অর্থ ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জানান, এ বিভাগের সিভিল অডিটের ৫৪টি অডিট আপত্তি রয়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে ব্রডশীট জবাব প্রেরণের জন্য বিগত সময়ে কয়েকবার পত্র প্রেরণ করা হলেও কোনো জবাব পাওয়া যায়নি। সিএএফও এর সাথে যোগাযোগপূর্বক প্রশাসন শাখা হতে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয।	(জ) সিভিল অডিটের ৫৪টি অডিট আপত্তির বিষয়ে সিএএফও এর সাথে যোগাযোগপূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
৫.	**পেনশন কেইস:**		

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা		বিগত মাস হতে আগত	বিবেচ্যমাসে আগত	মোট	বিবেচ্যমাসে নিস্পত্তি	অবশিষ্ট অনিস্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ		১	-	১	-	১	দীর্ঘ পেন্ডিং
		২২	৩	২৫	২	২৩	সাময়িক পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	১ম - ৯ম গ্রেড	১২	৫	১৭	১	১৬	
	১০ম - ২০তম গ্রেড	-	১৭	১৭	১৭	-	
বিআরটিসি		২৬২	২	২৬৪	১	২৬৩	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ		-	-	-	-	-	
ডিটিসিএ		-	-	-	-	-	
মোট		২৯৭	২৭	৩২৪	২১	৩০৩	

ক্রঃ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সওজ অধিদপ্তর: (ক) উপসচিব (সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন) জানান, দীর্ঘ পেন্ডিং ১টি পেনশন কেইসের অডিট সংক্রান্ত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, জনাব খালেকুজ্জামান এর অডিট আপত্তির সংখ্যা ৯টি তন্মধ্যে ৩টি খসড়া অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পিএ কমিটিতে উত্থাপনের নিমিত্ত সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। অগ্রিম ৬টি অডিট অপত্তির ওপর অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভার অলোকে পুন:জবাব অডিট অধিদপ্তর হতে চাওয়া হয়েছে। সওজ অধিদপ্তর হতে পুন:জবাব না পাওয়ায় এগুলোর বিষয়ে নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছেনা। দ্রুত পুন:জবাব সওজ অধিদপ্তর হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) (১) জনাব খালেকুজ্জামান এর ৩টি খসড়া অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পিএ কমিটিতে উত্থাপনের জন্য সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। (ক) (২) অডিট আপত্তির পুন:জবাব সওজ অধিদপ্তর হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	
	(খ) উপসচিব (সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন শাখা) জানান, সওজ অধিদপ্তরের পেন্ডিং ২২টি পেনশন কেইসের মধ্যে সেপ্টেম্বর ২০২১ মাসে ০২টি নিষ্পত্তি এবং ০৩টি নতুন যুক্ত হওয়ায় বর্তমানে সাময়িক পেন্ডিং পেনশন কেইস সংখ্যা ২৩টি। সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, সাময়িক পেন্ডিং পেনশন কেইসের নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	(খ) সাময়িক পেন্ডিং পেনশন কেইসের নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)/ সি:স: সচিব (অডিট)
	(গ) সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, অডিট আপত্তির ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীগণের পেনশন সহজীকরণ আদেশ, ২০২০ অনুসারে ব্যক্তিগত দায় নিরুপণের নিমিত্ত ১৩/১০/২০২১ তারিখ এ সংক্রান্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়া, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় রিপোর্ট প্রদান অব্যাহত রয়েছে। তবে অধিকাংশ অডিট আপত্তিরই ব্যক্তিগত দায় হতে অব্যাহতি দেয়া সম্ভব নয়। এগুলো ত্রি-পক্ষীয় সভার সুপারিশের মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) জানান, কিছু কিছু আপত্তি রয়েছে যা ব্যক্তিগত দায়ের মধ্যে পরেনা কিন্তু অর্থিক সম্পৃক্ততা থাকায় আপত্তি নিষ্পত্তি না করে তাকে দায়মুক্ত করার সুযোগ নেই। অডিট অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার জন্য এ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কিছু তথ্য-উপাত্ত এবং আলোচনাযোগ্য আরো কিছু বিষয় চিহ্নিত করে সময় নির্ধারণ করার জন্য সভাপতি অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)-কে পরামর্শ প্রদান করেন।	(গ) (১) অডিট আপত্তির ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীগণের পেনশন সহজীকরণ আদেশ, ২০২০ অনুসারে ব্যক্তিগত দায় নিরুপণ করে রিপোর্ট প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) (২) অডিট অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে অলোচনার জন্য এ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কিছু তথ্য-উপাত্ত এবং আলোচনাযোগ্য আরো কিছু বিষয় চিহ্নিত করে সময় নির্ধারণ করতে হবে।	
	খ. বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০২১ মাসে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন বাবদ ১ কোটি ৮২ লক্ষ ৯২ হাজার ৭ শত ৫৪ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।	ধারাবাহিকতা ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রতিমাসে গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
	গ. বিআরটিএ: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, সেপ্টেম্বর'২১ মাসে পেন্ডিং কোনো পেনশন কেইস নেই। বিবেচ্য মাসে একজন কর্মকর্তা (মোটরযান পরিদর্শক)-কে অবসর আদেশ প্রদান করা হয়েছে।	পেনশন কেইস পাওয়া গেলে তদানুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
৬.	**আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:** **ক. সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত:** সহকারী সচিব (বিআরটিএ) জানান, 'সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮'-এর আওতায় প্রণীতব্য সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২১ এর খসড়া গত ১৬/০৯/২০২১ তারিখ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে কতিপয় পর্যবেক্ষণসহ এ বিভাগে প্রেরণ করে। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী খসড়ায় সংযোজন/বিয়োজন/সংশোধনপূর্বক প্রেরণের জন্য গত ২৩/০৯/২০২১ তারিখ পুনরায় চেয়ারম্যান, বিআরটিএ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, পর্যেবক্ষণ অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। শিঘ্রই সংশোধিত খসড়া বিধিমালা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২১ সংশোধন/পরিমার্জন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (সম্পত্তি/আইন)/ সহকারী সচিব (বিআরটিএ)
	খ. সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন - ২০১৩ এর আওতায় বিধিমালা ২০২১ প্রণয়ন: পরিমল কুমার রায়, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড জানান, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ডের ২ জন সদস্য মনোনয়ন সম্পন্ন করে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে গত ১০/১০/২০২১ তারিখে বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন-২০১৩ এর আওতায় প্রণীতব্য সংশোধিত খসড়া বিধিমালায় পুনরায় কিছু সংশোধন/পরিমার্জন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মতামত প্রাপ্তির পর পুনরায় সভা আহবান করা হবে।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত প্রাপ্তির পর পরবর্তী সভা আহবান করতে হবে।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (স.র.ত.ব)/ উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৭.	**বৃক্ষরোপণ :** (ক) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, সওজ কর্তৃক প্রণীত বৃক্ষরোপন কর্মপরিকল্পনা ১২/১০/২০২১ তারিখে শাখায় পাওয়া গিয়েছে। কর্মপরিকল্পনাটি পর্যালোচনা করে শিগ্রই মতামত দিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাবনা পেশ করা হবে।	(ক) সওজ কর্তৃক প্রণীত বৃক্ষরোপন কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা করে শিঘ্রই মতামত দিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাবনা পেশ করতে হবে।	উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	(খ) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান, ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা ও পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং টীম প্রধানগণ সড়ক পরিদর্শনকালে বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যার বিষয়টি দেখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রধান বৃক্ষপালনবিদ আরোও জানান, প্রয়োজনীয় জনবলের সংকট থাকায় বৃক্ষ সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম যথাসময়ে করা সম্ভব হয়না। ফলে বিভিন্ন ধরণের সমস্যা সৃষ্টি হয়। তাই সহসাই জনবল নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে নিয়োগ বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(খ) (১) ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা ও পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) (২) মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং টীম প্রধানগন সড়ক পরিদর্শন কালে বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যার বিষয়টি দেখবেন। (খ) (৩) নিয়োগ বিধি অনুযায়ী জনবল নিয়োগের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)/ মনিটরিং টীম প্রধান (সকল)
৮.	**সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত পরিদর্শন টীমের প্রতিবেদন দাখিল:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিদর্শন টীম কর্তৃক সমন্বয় টীমের নিকট দাখিলকৃত প্রতিবেদনের কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। পরিদর্শন টীমের টীমলীডার দোহারী ও বান্দরবান সড়ক বিভাগ পরিদর্শন করেছেন। প্রতিবেদনটি পাওয়া গেলেই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	পরিদর্শন টীম কর্তৃক সমন্বয় টীমের নিকট দাখিলকৃত প্রতিবেদনের কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
৯.	**সওজ এর প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রস্তুত:** উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ) জানান, সওজ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার ২০২১-২২ সংশোধন করে অনুমোদনপূর্বক সওজ অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়ার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ)
১০.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** (ক) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত/রিকুইজিশনকৃত ও হস্তান্তরিত সকল ভূমি/সম্পত্তি সওজ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্ত ও নামজারিকরণ সংক্রান্ত সেপ্টেম্বর ২০২১ মাসের তথ্য সওজ অধিদপ্তর হতে পাওয়া গিয়েছে। সওজ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্ত ও নামজারিকরণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। নামজারির বিষয়ে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন জানান, স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে সওজ এর নামে হস্তান্তরিত ভূমি নাম জারির ক্ষেত্রে কিছু কিছু জায়গায় জেলা পরিষদের পক্ষ হতে আপত্তি করা হচ্ছে। এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের কোনে নির্দেশনা নেই মর্মে তাদের পক্ষ হতে জানানো হয়েছে। এ ধরণের বিষয়গুলো চিহ্নিত করে সংস্থা পর্যায়ে আলোচনা/পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বা কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। মন্ত্রণালয় পর্যায়ে সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হলে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(ক) (১) জেলা পরিষদ, স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে হস্তান্তরকৃত এবং সওজ এর অধিগ্রহণকৃত ভূমির রেকর্ড বা নামজারির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) নাম জারির ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সংস্থা পর্যায়ে আলোচনা/পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হলে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট), উপসচিব (সম্পত্তি)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	(খ) সিনিয়র সাহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সওজ'র সম্পত্তি রক্ষার্থে প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর হতে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। সর্বসাধারণ, সংশ্লিষ্ট দপ্তর, সংস্থা ও কর্তৃপক্ষের জ্ঞাতার্থে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সওজ অধিদপ্তরের সম্পত্তি রক্ষার্থে আইন ও নীতিমালার আলোকে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ এবং সতর্কতামূলক প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রত্যেক জোন প্রধানদের ইতোপূর্বে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নির্দেশনা অনুযায়ী মাঠ পর্যায়েও প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে সর্তকর্তামূলক বিজ্ঞপ্তি/নোটিশ সংক্রান্ত সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। বিষয়টি আরো জোরদার করার জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করা হবে। মাঠ পর্যায়ের ব্যাপকভাবে সতর্কতামূলক প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলী, সওজকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(খ) সওজ'র সম্পত্তি রক্ষার্থে বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ এবং সতর্কতামূলক প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। মাঠ পর্যায়ে এ ধরণের কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (প্রধান কার্যালয়) জানান, অবৈধ উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।	উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	ঢাকা জোন: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (ঢাকা জোন) জানান গত ১৫, ২০, ২১ ও ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে ঢাকা জোনের আওতায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। উচ্ছেদ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রায় ২৪৮টি অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা হয়েছে। এতে প্রায় ৩৭২.০০ শতাংশ ভূমি অবৈধ দখলমুক্ত হয়েছে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ২০ কোটি ২৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। উচ্ছেদ অভিযান বিষয়ে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা জানান Highway Act-1925-এ জরিমানা যে পরিমান রাখা হয়েছে তা বর্তমান প্রেক্ষাপটে খুবই কম। তাই এ ক্ষেত্রে জরিমানার পরিমা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। জরিমানা বৃদ্ধির বিষয়টি একটি প্রক্রিয়ার বিষয় ও সময় সাপেক্ষ, সুনির্দিষ্ট কোনো প্রস্তাবনা পাওয়া গেলে এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে মর্মে সভাপতি অবহিত করেন। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং জানান খসড়া মহাসড়ক আইন-২০২১ এ জরিমানার পরিমান বর্তমান অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য করা হয়েছে। আইনটি চূড়ান্ত হলে এ ধরণের জটিলতা থাকবেনা।	অধিভুক্ত এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চলমান রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ / অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন
	খুলনা জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা কর্তৃক গত ২৯/০৯/২০২১ তারিখ যশোর সড়ক বিভাগাধীন রাজারহাট-মনিরামপুর-কেশবপুর-চুকনগর আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতাভুক্ত সড়কের উভয়পার্শ্বে সওজ'র অধিগ্রহণকৃত জায়গায় গড়ে ওঠা পাকা/আধাপাকা প্রায় ৪০টি স্থাপনা অপসারণ করা হয়। এতে প্রায় ০.৪৫ একর ভূমি অবৈধ দখলমুক্ত হয়েছে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ২.০০ কোটি টাকা।	উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা
	চট্টগ্রাম জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম কর্তৃক গত ২৭/০৯/২০২১ তারিখ কালুরঘাট-মনসারটেক জাতীয় মহাসড়কের কালুরঘাট-মনসারটেক পর্যন্ত দোহাজারী সড়ক বিভাগের বিভিন্ন কিলোমিটারে সওজ'র অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে গড়ে ওঠা ১৯৭ টি স্থাপনা অপসারণ করা হয়। এতে করে ১৭০.০০ শতাংশ ভূমি/জমি অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়। উক্ত ভূমির আনুমানিক বর্তমান বাজার মূল্য ৮০২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা।	অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম
	অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, ০৪/১০/২০২১ তারিখ প্রাপ্ত সেপ্টেম্বর ২০২১ মাসের তথ্য অনুযায়ী ঢাকা, কুমিল্লা, রংপুর, খুলনা ও গোপালগঞ্জ জোনের অধীন বিভিন্ন সড়ক বিভাগ হতে ৭৭টি অবৈধ বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণ করা হয়। অবৈধ বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ঢাকার প্রবেশ এবং বাহির পথসহ সারাদেশে সওজ এর জায়গায় স্থাপিত অবৈধ বিলবোর্ড/ব্যানার/ ফেস্টুন অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	সড়কে রাইট অফ ওয়ে নির্ধারণ: মহাসড়ক আইন অনুসরণে সড়কের রাইট অফ ওয়ে চিহ্নিত করে সীমানা ফলক স্থাপন করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। রাইট অফ ওয়ে'র ৩০ ফুটের মধ্যে কোনো স্থাপনা নির্মাণ বা গাছ রোপন না করার জন্য বিভিন্ন ধরণের সাইন বোর্ড/বিজ্ঞপ্তি/প্রচার প্রচারণা/মাইকিং অব্যাহত আছে। এছাড়া, বিগত সময়ে প্রধান কার্যালয় হতে মাঠ পর্যায়ে কি ধরণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তার তথ্য এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির কপি ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। সীমানা ফলক স্থাপন, রাইট অফ ওয়ে'র মধ্যে স্থাপনা নির্মাণ বা গাছ রোপন না করার বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে সতর্কতামূলক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখা এবং তার প্রতিফলন ঘটানোর জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলী, সওজকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	মহাসড়ক আইন অনুসরণে সড়কের রাইট অফ ওয়ে চিহ্নিত করে সীমানা ফলক স্থাপন এবং রাইট অফ ওয়ে'র মধ্যে স্থাপনা নির্মাণ বা গাছ রোপন না করার বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে সতর্কতামূলক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী,সওজ/ অতিরিক্ত সচিব(এস্টেট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১১.	**মোবাইল কোর্ট পরিচালনা:** বিআরটিএ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান- (ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। সেপ্টেম্বর'২১ মাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ২,৩০৪টি মামলায় এতে ৩৩ লক্ষ ৯৬ হাজার ১ শত টাকা জরিমানা আদায়সহ ১৪টি গাড়ি ডাম্পিং ষ্টেশনে এবং ৪০ জনকে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম অব্যাহত এবং প্রতিমাসে দায়েরকৃত মামলার অপরাধের ধরন অনুযায়ী ক্যাটাগরী করে মামলার তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিএ-কে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং অপরাধের ধরন অনুযায়ী ক্যাটগরী করে মামলার তথ্য প্রতি মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	(খ) ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে মোটরযানের ওভার স্পীড নিয়ন্ত্রণে হাইওয়ে পুলিশের সহযোগিতায় প্রতি সপ্তাহে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার বিষয়টি অব্যাহত রয়েছে। সেপ্টেম্বর'২১ মাসে মোবাইল কোর্ট কর্তৃক ৬৫টি মামলায় ১ লক্ষ ৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।	(খ) ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে মোটরযানের ওভার স্পীড নিয়ন্ত্রণে হাইওয়ে পুলিশের সহযোগিতায় প্রতি সপ্তাহে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	
	(গ) (১) সহকারী সচিব, বিআরটিএ জানান, অবৈধ যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণে সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের ২৮তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী থ্রি-হুইলার, ইজিবাইক এবং এ জাতীয় অটোরিক্সা নিয়ন্ত্রণে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন গত ০৬/০৬/২০২১ তারিখ পাওয়া যায়। দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সুপারিশমালার প্রায়োগিক দিক যাচাই-বাছাইয়ের জন্য গত ০১/০৯/২০২১ ও ১০/১০/২০২১ তারিখে অতিরিক্ত সচিবের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব জানান, সুপারিশমালার প্রায়োগিক দিক যাচাই-বাছাই করে প্রতিবেদন সচিব বরাবর দাখিল করা হয়েছে।	(গ) (১) দাখিলকৃত প্রতিবেদনের আলোকে সংশ্লিষ্ট শাখা হতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	
	(গ) (২) সহকারী সচিব, বিআরটিএ জানান, মহাসড়কে থ্রি-হুইলার, ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, ভটভটি ইত্যাদি অবৈধ যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়নকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এ সংক্রান্ত নির্দেশনা ও বিভিন্ন সময়ে গঠিত কমিটির সুপারিশ বিবেচনায় আনা হবে। এ পর্যায়ে গত ২৩/০৯/২০২১ তারিখে ২২টি মহাসড়কে থ্রি-হুইলার, ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, ভটভটি ইত্যাদি অবৈধ যানবাহন চলাচল বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চেয়ারম্যান বিআরটিএ, অতিরিক্ত আইজিপি হাইওয়ে পুলিশ, জেলা প্রশাসক (সকল) এবং পুলিশ সুপার (সকল) বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। একই সাথে বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবকেও অবহিত করা হয়েছে। বর্ণিত ক্রম-গ এর ১ ও ২ এজেন্ডা একই বিষয়ের। দু'টির বিষয়েই ইতোমধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তাই এজেন্ডা দু'টি এখান থেকে বাদ দেয়া যেতে পারে মর্মে সভায় আলোচনা হয়।	(গ) (২) এজেন্ডা দু'টি বাদ দেয়া যেতে পারে।	
	সওজ অধিদপ্তর এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন জানান, সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ এর ৭৩ ধারা এবং Highway Act-1925 এর ৫ ধারা মোতাবেক গত ১, ২, ৬, ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে ঢাকা জোনের আওতাধীন সাভার নামকস্থানে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ১২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। বর্ণিত তারিখসমূহে কি বিষয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে তার বিস্তারিত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়। এছাড়াও অধিক্ষেত্রাধীন এলাকার স্থানবিশেষে না করে বিভিন্ন জায়গায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) গত ১, ২, ৬, ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে সুনির্দিষ্ট কোন স্থানে, কি কারণে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে তার বিস্তারিত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) অধিক্ষেত্রাধীন এলাকার স্থানবিশেষে না করে বিভিন্ন জায়গায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
১২.	**সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ফেরি ও গাড়ী ব্যবস্থাপনা:** (ক) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জানান- ইতোমধ্যে সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন ৬৫টি সড়ক বিভাগের মধ্যে ৫৫টি সড়ক বিভাগের অকেজো যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি, ফেরি, পন্টুন, গ্যাংওয়ে এবং স্ক্র্যাপ মালামালের সার্ভে রিপোর্টের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে ডেলিভারীর মাধ্যমে নিলামে বিক্রয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ১০টি সড়ক বিভাগের মধ্যে ৫টি নিলাম কার্যক্রম সম্পন্ন করে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫টি সড়ক বিভাগের নিলাম কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	(ক) (১) ৫টি সড়ক বিভাগের নিলাম কার্যক্রম সম্পন্ন করে কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে।	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	পুরাতন যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি সরিয়ে নেয়ার বিষয়ে মোঃ সামিমুজ্জামান, উপসচিব জানান, সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় অবস্থিত উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর কার্যালয় এলাকায় অনেকগুলো পুরাতন বেইলী ব্রিজ ও পুরাতন যন্ত্রাংশ রাখা হয়েছে। যন্ত্রাংশগুলো নিলামে বিক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহনের জন্য পরামার্শ প্রদান করা হয়েছিল। এ বিষয়ে কোনো অগ্রগতি আছে কিনা জানতে চাইলে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) বিষয়টি জেনে জানাতে পারবেন মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। কি ধরণের কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে আগামী ৭ দিনের মধ্যে তার তথ্য সংগ্রহ করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)-কে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়। (খ) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জানান- অধিকাংশ সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট সড়ক বিভাগের শেড নির্মাণ দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হবে। কোন কোন সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণ করা হয়েছে এবং কোনগুলোর নির্মাণ কাজ চলমান আছে বা নির্মাণের প্রক্রিয়াধীন আছে সেসকল সড়ক বিভাগের নাম উল্লেখপূর্বক তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) (২) সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় অবস্থিত উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর এলাকায় এরিয়ায় রাখা বেইলী ব্রিজ ও পুরাতন যন্ত্রাংশ নিলামে বিক্রয়ের বিষয়ে কি ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে আগামী ৭ দিনের মধ্যে তার তথ্য সংগ্রহ করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। (খ) কোন কোন সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণ করা হয়েছে এবং কোনগুলোর নির্মাণ কাজ চলমান আছে বা নির্মাণের প্রক্রিয়াধীন আছে সেসকল সড়ক বিভাগের নাম উল্লেখপূর্বক তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
১৩.	**সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :** **Grievance Redress System (GRS) :** ফোকাল পয়েন্ট GRS জানান, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সেপ্টেম্বর'২১ মাসে প্রাপ্ত ১৩টি অভিযোগের মধ্যে ০৮টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৫টি মধ্যে ৪টির জবাব পাওয়া গিয়েছে। ১টির জবাব যথাযথভাবে হয়নি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে।	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
	Public Service Innovation: (ক) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জানান, বিআরটিসি বাসের অবস্থান ও সেবা অবহিতকরণ অ্যাপসটির কার্যক্রম গত ০৮/০৯/২০২১ তারিখে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এ্যাপসটি যুগোপযোগী করে তৈরী হয়েছে বলে মনে হয়েছে। শিঘ্রই পরিদর্শনের মতামত/সুপারিশ লিখিতভাবে এ বিভাগের সচিব ও চেয়ারম্যান, বিআরটিসি বরাবর দাখিল করা হবে।	(ক) বিআরটিসি বাসের অবস্থান ও সেবা অবহিতকরণ এ্যাপসটি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণকারী কর্মকর্তাদের মতামত/সুপারিশ লিখিতভাবে এ বিভাগের সচিব ও চেয়ারম্যান, বিআরটিসি বরাবর দাখিল করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	(খ) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিআরটিএ কর্তৃক যে কোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করার বিষয়ে সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। সিস্টেম ডেভেলপমেন্টে কিছুটা সময় লাগছে। আগামী দুই মাসের মধ্যেই কাজ শুরু করা যাবে মর্মে আশা করা যায়। সকল প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে যে কোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করার কার্যক্রম দ্রুত শুরু করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) সকল প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে যে কোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের কার্যক্রম দ্রুত শুরু করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	(গ) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করার বিষয়ে প্রচারণার কাজ অব্যাহত আছে। বর্তমানে এ সংক্রান্ত প্রচার-প্রচারণা বৃদ্ধির জন্য টিভিতে প্রচারের নিমিত্ত একটি বিজ্ঞাপন চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে।	(গ) ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করার বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচার অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	(ঘ) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, বিগত সময়ে যে ইনোভেশন আইডিয়া গ্রহণ করা হয়েছে তার বর্তমান অবস্থা দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ অবহিত করেছেন। এ বিষয়ে দপ্তর/সংস্থা হতে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নরূপ: ডিটিসিএ: "অগ্রিম সমন্বয় পদ্ধতি সহজিকরণ" সেবাটি ৩১ মার্চ ২০২১-এ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ, সেমিনারসহ নানাবিধ কাজে প্রয়োজনীয় অর্থ হিসাব শাখা হতে অগ্রিম উত্তোলন ও পরবর্তীতে তা সমন্বয়ের জন্য এ সহজীকৃত পদ্ধতিতে করা হচ্ছে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে অগ্রিম সমন্বয়ের ধাপগুলো (৪২ টি হতে কমে ২৪ টি) কমিয়ে অগ্রীম সমন্বয় পদ্ধতি সহজিকরণ করা হয়েছে।	(ঘ) বিগত সময়ে দপ্তর/সংস্থায় নির্বাচিত ইনোভেশন আইডিয়া বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহপূর্বক পর্যালোচনা ও ফলোআপ করার জন্য গঠিত কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

বিআরটিএ: বিআরটিএ কর্তৃক ৪টি ইনোভেশন আইডিয়া নির্বাচন করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩টি এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ১টি।

২০১৯-২০ অর্থবছরে নির্বাচিত ৩টি ইনোভেশন আইডিয়ার বিবরণ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রম	বিষয়	বর্তমান অবস্থা
০১.	ঘরে বসে মোটরযানের ট্যাক্সটোকেন নবায়ন	গত ২১/০৬/২০২০ তারিখ (শুরু) থেকে ৩১ আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত বিকাশ (bkash)-এর মাধ্যমে ৩,৯৩৪ টি ট্যাক্স টোকেন নবায়নপূর্বক গ্রাহকের ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছে।
০২.	মোটরযানের ফিটনেস নবায়নের এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ	মোটরযানের ফিটনেস নবায়নের এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণের প্রক্রিয়া বর্তমানে ঢাকা মেট্রো সার্কেল-১, ২ ও ৩ ঢাকা জেলা সার্কেলে পাইলটিং চলছে।
০৩.	ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি পরীক্ষার ফলাফল বিআরটিএ-আইএস সিস্টেমে অন্তর্ভূক্ত করণ	ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি পরীক্ষার ফলাফল বিআরটিএ-আইএস সিস্টেমে অন্তর্ভূক্ত করণ কার্যক্রমটির পাইলটিং নারায়গঞ্জ, ঢাকা মেট্রো-২/৩, ঢাকা জেলা ও সিলেট সার্কেলে চলমান আছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে নির্বাচিত ১টি ইনোভেশন আইডিয়ার বিবরণ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রম	বিষয়	বর্তমান অবস্থা
০১	যে কোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের আবেদন দাখিল ও ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রহণ	গ্রাহক কর্তৃক বিএসপি'র মাধ্যমে অনলাইনে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের আবেদন দাখিলের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। কিন্তু বিদ্যমান ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রিন্টকারী প্রতিষ্ঠান টাইগার আইটি লি: এর সাথে বিআরটিএ'র চুক্তির মেয়াদ শেষ পর্যায়ে উপনীত হওয়ায় তাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় ইন্টিগ্রেশন করা সম্ভব হয়নি। অপরদিকে, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু ও প্রিন্ট সংক্রান্ত কাজের জন্য নতুন ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান মাদ্রাজ সিকিউলিটিজ প্রিন্টার্স প্রা: লি: এর সাথে বিআরটিএ'র চুক্তি হয়। চুক্তির আওতায় মধ্যে মালামাল প্রকিউর করা হয়েছে যা BRTA ভবনে সরবরাহ করা হয়েছে। উক্ত হার্ডওয়ারসমূহ ইতিমধ্যে ইন্সটলেশন করা হয়েছে। গত ২৮/০২/২০২১ তারিখ থেকে পরীক্ষামূলক Biometric Enrollment শুরু হয়েছে এবং বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে স্মার্ট কার্ড প্রিন্ট কার্যক্রম শুরু করেছে। এমতাবস্থায়, নতুন ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ড্রাইভিং লাইসেন্সের পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম শুরু করলে যে কোন সার্কেল থেকে অপেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের আবেদন দাখিল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

বিআরটিসি: ইনোভেশন আইডিয়া নির্বাচন করা হয়নি। আইডিয়া নির্বাচনে কর্মশালা আয়োজনের প্রক্রিয়া চলমান

সভাপতি অবহতি করেন, বিগত সময়ে দপ্তর/সংস্থায় নির্বাচিত ইনোভেশন আইডিয়া সমূহের বাস্তবায়ন অবস্থা পর্যালোচনা ও ফলোআপ করার জন্য ইতোমধ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ বিভাগের চীফ ইনোভেশন অফিসার দপ্তর/সংস্থা হতে বিগত সময়ের আইডিয়া সমূহের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে কমিটির নিকট প্রেরণ করার বিষয়ে সভায় গরুরুত্বারোপ করা হয়।

(ঙ) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, ইনোভেশন আইডিয়া সংক্রান্ত প্রকাশনা প্রণয়ন করার কার্যক্রম অবিলম্বে গ্রহণ করা হবে। ২০২০-২১ অর্থবছরের দপ্তর/সংস্থার উদ্ভাবনী আইডিয়াসমূহ এ বিভাগে অনতিবিলম্বে প্রেরণের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্ত: (ঙ) ইনোভেশন আইডিয়া সংক্রান্ত প্রকাশনা প্রণয়নের কাজ শুরু করতে হবে এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের দপ্তর/ সংস্থার উদ্ভাবনী আইডিয়াসমূহ বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, ডি-নথি সিস্টেম চালু ও বাস্তবায়ন এবং ই-নথি কার্যক্রম সমস্যা সমাধানের বিষয়ে a2i এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। উল্লেখ্য, a2i এর প্রতিনিধি জানান যে ৩২টি বিভাগ/সংস্থায় ডি-নথির পাইলটিং কার্যক্রম চলমান আছে। কার্যক্রম সম্পন্ন হলেই সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে ডি-নথির সিস্টেম বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। এ বিষয়ে সিনিয়র সহাকারী সচিব (অডিট) জানান, ই-নথি বাস্তবায়ন বিষয়ে এপিএতে টার্গেট রয়েছে বর্তমানে এ বিষয়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। তাই ই-নথি কার্যক্রম বৃদ্ধি করা প্রয়োজন মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। ই-নথি সিস্টেমের সমস্যা সমাধানের বিষয়ে আইসিটি ইউনিট ও প্রশাসন উইং হতে সর্বাত্বক প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ডি-নথি সিস্টেম চালু ও বাস্তবায়ন এবং ই-নথি কার্যক্রমের সমস্যা সমাধানের বিষয়ে সর্বাত্বক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/ দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১৪.	**বিবিধ:** **ক. ডিও পত্রের ওপর কার্যক্রম গ্রহণ:** যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান) এবং উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ) জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কিত মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যবৃন্দসহ অন্যান্যদের নিকট হতে প্রাপ্ত ডি.ও পত্রের আলোকে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়টি সংশ্লিষ্টদের জানিয়ে দেয়া হয়। বিষয়টি খুবই গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। ডি.ও পত্রের ওপর কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়	ডি.ও পত্রের ওপর মন্ত্রণালয় হতে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/ পরিকল্পনা)
	খ. ডিটিসিএ অধিক্ষেত্র এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান: সহকারি সচিব (ডিটিসিএ) জানান, ডিটিসিএ অধিক্ষেত্রে বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান বিষয়ে এ বিভাগের সচিব মহোদয় কর্তৃক ০৫/০৪/২০২১ তারিখে সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বরাবর ডি.ও পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় গত ০৭/০৬/২০২১ তারিখে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)-কে পত্র দিয়ে এ বিভাগে অনুলিপি দিয়েছে। এ বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য এ বিভাগের উদ্যোগে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে একটি সভা করা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট শাখা হতে সভা আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	ডিটিসিএ অধিক্ষেত্রে বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান বিষয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে সভা করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)
	গ. মহাসড়কে টোল আদায় পদ্ধতি চালুকরণ: (১) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে এর টোল আদায় কার্যক্রম Intelligent Transport System (ITS) পরিচালনা এবং এক্সপ্রেসওয়ের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একক উৎসভিত্তিক পরামর্শক (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান) নির্বাচন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে Service Provider নিয়োগের নীতিগত অনুমোদনের প্রস্তাব গত ১৯/০৮/২০২১ তারিখে অর্থনৈতিক ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে অনুমোদিত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরকে ০১/০৯/২০২১ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এতদসংক্রান্ত পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। (২) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে টোল আদায় পদ্ধতি চালুর লক্ষ্যে সাসেক-১ ও সাসেক-২ সড়ক সংযোগ প্রকল্প এলাইনমেন্টে টোল প্লাজা স্থাপনের স্থান নির্বাচনের নিমিত্ত গত ২৮/০৯/২০২১ তারিখে অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় পত্র জারী করা হয়েছে। (৩) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, টেকসই ও নিরাপদ মহাসড়ক গড়ে তোলার জন্য ৪টি জাতীয় মহাসড়কের পার্শ্বে 'পণ্যবাহী গাড়ী চালকদের পার্কিং সুবিধা সংবলিত বিশ্রামাগার স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য বিশ্রামাগারের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে খসড়া নীতিমালা ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি নিয়ে গত ১৯/০৭/২০২১ তারিখ সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরির জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি কর্তৃক টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুতের কাজ চলমান আছে। বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(১) ঢাকা - মাওয়া - ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে-তে টোল আদায় চালুর লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে। (২) গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে টোল আদায় পদ্ধতি চালুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (৩) নির্মিতব্য বিশ্রামাগারের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুতের কাজ শেষ করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	ঘ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন সংক্রান্ত: দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ জানান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। টাইম লাইন অনুযায়ী গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য গঠিত মনিটরিং টীমের আহবায়ক ও সদস্য এবং দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের পরামর্শ প্রদান করা হয়।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (প্রশাসন)/এ সংক্রান্ত মনিটরিং টীম (সকল)
	ঙ. ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনকল্পে করণীয়: চলমান উন্নয়ন প্রকল্প/কাজ দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনকল্পে নিবীড় পর্যবেক্ষণ, তদারকি, সংশ্লিষ্টদের সাথে সমন্বয় সাধন ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত সওজ অধিদপ্তরের ১০টি সড়ক জোনে এ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে আহবায়ক করে গঠিত কমিটি কাজ করছে। ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে কমিটির আহবায়কদের তদারকি, সভা, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে কমিটির আহবায়কদের তদারকি, সভা, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ গঠিত মনিটরিং জোন প্রধান (সকল)/ প্রকল্প পরিচালক (সকল)/ উপসচিব (জিএফডিপি)
	চ. ভিডিও চিত্র নির্মাণ: অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) জানান, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে এ বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি ভিডিও চিত্র প্রস্তুতের লক্ষ্যে সচিব মহোদয়ের নির্দেশমত স্ক্রিপ্ট চূড়ান্ত করে খসড়া ভিডিও নির্মাণ করা হয়েছে। চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান আছে। এছাড়া দুবাই এক্সপোর জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত এক্সপার্ট এর সহযোগিতায় একটি ভিডিও চিত্র প্রস্তুতের কাজ শুরু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সংক্ষিপ্ত একটি স্ক্রিপ্ট পাওয়া গেছে। সচিব মহোদয়কে স্ক্রিপ্টটি দেখানো হবে। এছাড়া, এ সংক্রান্ত অন্যান্য সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাতে ভিডিও চিত্র প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন করা যায় এ বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ও দুবাই এক্সপোর জন্য আলাদা ২টি ভিডিও চিত্র নির্মাণের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ছ. এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত: শূন্যপদ পূরণে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** এ বিভাগের ২৩৯টি পদের মধ্যে ৭৪টি (১ম শ্রেণির ২৬টি, ২য় শ্রেণির ১১টি, ৩য় শ্রেণির ২১টি ও ৪র্থ শ্রেণির ১৬টি) শূন্যপদ রয়েছে। ২য় শ্রেণির ১১টি পদের মধ্যে ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ০৪টি পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য বিপিএসসিতে প্রস্তাব প্রেরণ এবং পরবর্তীতে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও বিপিএসসি হতে অদ্যাবধি সুপারিশ পাওয়া যায়নি। ৩য় শ্রেণির ২১টি পদের মধ্যে ১২টি পদে সরাসরি নিয়োগের নিমিত্ত আগামী ২৯/১০/২০২১ তারিখ লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের দিন ধার্য্য করা হয়েছে। সম্প্রতি ০৮ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করায় ০৮টি পদ শূন্য হয়। গত ২৯/০৯/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভায় উক্ত ৮টি পদের মধ্যে ০২টি পদ চলমান নিয়োগের মাধ্যমে পূরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া, ০১টি পদ সংরক্ষিত। ৪র্থ শ্রেণির ১৬টি পদের মধ্যে ১২টি পদে সরাসরি নিয়োগের নিমিত্ত আগামী ২৯/১০/২০২১ তারিখ লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের দিন ধার্য্য করা হয়েছে। সম্প্রতি ০২ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করায় ০২টি পদ শূন্য হয়। গত ২৯/০৯/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভায় চলমান নিয়োগের মাধ্যমে উক্ত ০২টি পদ পূরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া, পদোন্নতি কোটার ০১টি পদ পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়ার পর পূরণ করা হবে এবং ০১টি পদ সংরক্ষিত। **ডিটিসিএ:** নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ডিটিসিএ'র ২১২টি পদের মধ্যে ১০৯টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে বিভিন্ন গ্রেডের ৯টি প্রেষণযোগ্য পদে কর্মকর্তা পদায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩টি পদে কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়েছে। ৫ম হতে ৯ম গ্রেডভুক্ত ১৮টি বিভিন্ন পদে মোট ১৮ জন কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আবেদনের সময়সীমা শেষ হওয়া পরবর্তী কার্যক্রম চলমান আছে। ০৭-১৭ গ্রেডভুক্ত ৫টি ক্যাটাগরিতে ৩২ জন জনবল নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ১০ম গ্রেডভুক্ত ৩টি পদের প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার কার্যক্রম চলমান আছে। আউটসোর্সিং পদ্ধতির মাধ্যমে সৃজিত ২০টি অফিস সহায়ক পদের মধ্যে মামলায় অন্তর্ভুক্ত ৭টি অফিস সহায়ক পদ ব্যতীত অবশিষ্ট ১৩টি অফিস সহায়কের পদ নতুনভাবে সৃজনের সম্মতি গ্রহণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত চেকলিস্ট অনুযায়ী ফরম পূরণপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। **বিআরটিসি:** ৫৮৯৩টি পদের মধ্যে ২৫৩৬টি শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা-৩টি, ডেপুটি ম্যানেজার (টেকঃ)-৬টি পদে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করে নিয়োগপত্র জারি করা হয়েছে। এবং অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ১৭টি পদে লোক নিয়োগের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় হতে ছাড়পত্র প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় । নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে। পার্চেজ অফিসার ৪টি, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ১টি, সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ১টি, ফোরম্যান-০১টি, উপসহকারী প্রকৌশলী-০২টি পদে জনবল নিয়োগের বিষয়টি কর্পোরেশনের আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় পর্যায়ক্রমে বিবেচনা করা হবে। কারিগরি-এ, বি, সি (সাধারণ ও ট্রেড) পদে ৭৬ জন এবং অপারেটর (চালক) গ্রেড-সি পদে ১০২ জন চালককে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ৩৬ জন নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োগের অনুমোদন প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে ১৩/১১/২০২০ তারিখে পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ২০২৪ টি আবেদন জমা হয়েছে। বর্তমানে নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। **বিআরটিএ:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান- ৮২৩টি পদের মধ্যে ১২১টি পদ শূন্য রয়েছে। বিআরটিএ'র বিভিন্ন ক্যাটাগরীর মোট শূন্য পদের মধ্যে ইতোমধ্যে জুন ২০২১ মাসে ২০টি পদের নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। ১০টি পদের নিয়োগের নিমিত্ত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষা আগামী ২৯/১০/২০২১ ও ৩০/১০/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া, পিএসসি ও পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। **সওজ অধিদপ্তর:** সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৯৪৩১টি পদের মধ্যে ৪৫৩৭টি শূন্য পদ রয়েছে। ১ম শ্রেণির ১৮০টি পদের মধ্যে সরাসরি নিয়োগযোগ্য সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল/যান্ত্রিক) এর (২৮+২১)=৪৯টি পদ বিসিএস এর মাধ্যমে পূরণের লক্ষ্যে প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। নন ক্যাডারভুক্ত (সহকারী বৃক্ষপালনবিদ, সহকারী প্রোগ্রামার, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সহকারী প্রোগ্রামার) ৪টি পদে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য শূন্য পদসমূহ পূরণের প্রস্তাব সহসাই প্রেরণ করা হবে। ২য় শ্রেণির ২১৭টি পদের মধ্যে উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) এর (৫২+৩০)=৮২টি পদ পূরণের চাহিদাপত্র পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) এর ১১টি পদ পূরণের চাহিদাপত্র পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। বিভাগীয় পদোন্নতির মাধ্যমে ৫৫টি পদ পূরণযোগ্য (মামলা চলমান)। বিভাগীয় হিসাবরক্ষণ অফিসারের ১৫টি পদ মহা হিসাবরক্ষকের দপ্তর থেকে প্রেষণের মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে। সিকিউরিটি অফিসারের ১টি ও সহকারী লাইব্রেরীয়ান এর ১টি পদ সরাসরি পূরণের নিমিত্ত নিয়োগের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট শূন্য পদে নিয়োগের প্রস্তাব শীঘ্রই প্রেরণ করা হবে।	(১) শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (২) Timeline ভিত্তিক শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (৩) সওজ অধিদপ্তরের প্রধান বৃক্ষপালনবিদের আওতায় থাকা সকল শূন্যপদসহ অন্যান্য শূণ্য পদ পূরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) /নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	৩য় শ্রেণির ২৬৯২ টি পদের মধ্যে সিনিয়র একাউন্টস ক্লার্ক এর ৬৫টি পদ প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার দপ্তর থেকে প্রেষণের মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে। সিকিউরিটি সুপারভাইজার এর ১টি পদ পূরণের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। নিয়োগের কার্যক্রম চলমান। কার্যসহকারী এর ১৭৪টি, সার্ভেয়ার এর ২৭টি ও ইলেকট্রিশিয়ান এর ৩২টি পদ পূরণের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। গবেষণা সহকারী এর ১টি পদ পূরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরাসরি পন্থায় নিয়োগযোগ্য অন্যান্য শূন্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত ছাড়পত্র চেয়ে মন্ত্রণালয় বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে এবং পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত যথাশীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া, ৩য় শ্রেণীর বিভিন্ন পদসমূহে ওয়ার্কচার্জড্‌ ও মাস্টাররোল কর্মচারী কর্মরত আছে। ৪র্থ শ্রেণির ১৪১৪টি পদের মধ্যে- অফিস সহায়ক (এমএলএসএস) এর ৬৬টি ও সড়ক শ্রমিক এর ১০৬টি পদ সরাসরি পূরণের নিমিত্ত নিয়োগ কার্যক্রম চলমান আছে। সরাসরি পন্থায় নিয়োগযোগ্য অন্যান্য শূন্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত ছাড়পত্র চেয়ে মন্ত্রণালয় বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে এবং পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত যথাশীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ৪র্থ শ্রেণীর বিভিন্ন পদসমূহে ওয়ার্কচার্জড্‌ ও মাস্টাররোল কর্মচারী কর্মরত আছে। এছাড়া, আউট সোর্সিং ৩১টি পদের নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সমস্যার বিষয়ে জানান, সরাসির নিয়োগযোগ্য ৫টি ক্যাটাগরিতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে অবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। আবেদনকারীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় একসাথে অনেকগুলো কেন্দ্র বুকিং করা যাচ্ছে না। কেন্দ্র বুকিং এর জন্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। অর্থ প্রাপ্তিতে একটু জটিলতা রয়েছে। এছাড়া, করোনা পরিস্থিতিতে নিয়োগ কার্যক্রম নির্ধারতি সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব না হওয়ায় শূন্যপদ পূরণের ছাড়পত্রের মেয়াদ প্রায় শেষের দিকে তাই ছাড়পত্রের মেয়াদ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। প্রধান বৃক্ষপালনবিদের আওতায় থাকা সকল শূন্যপদসহ অন্যান্য শূণ্য পদ পূরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলী, সওজকে পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়াও অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার শূন্য পদগুলো পূরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্যও সভায় গরুত্বারোপ করা হয়।		
	জ. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনা এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী ৯টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। এর মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ১টি, সওজ অধিদপ্তরের ৪টি, বিআরটিএ'র ২টি, ডিটিসিএ'র ১টি নির্দেশনা রয়েছে। ইতোমধ্যে সওজ এর ২টি নির্দেশনা বাস্তবায়িত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** **নির্দেশনা ১:** ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা বা ব্যাটারি চালিত ছোট ছোট যানসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরিভিত্তিতে বিআরটিএ এবং পরিবহন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে পর্যালোচনাক্রমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এক মাসের মধ্যে নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** এ বিষয়ে ক্রম ১১(গ)-তে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে।	এ বিষয়ে ক্রম ১১(গ)-তে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	নির্দেশনা ২: কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ সড়কে লাইটিং এর ব্যবস্থা সংযোজনের নিমিত্ত প্রকল্প কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে পর্যটন বান্ধব করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** উপসচিব (প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখা) জানান, সেনাবাহিনী কর্তৃক পুনর্গঠিত ডিপিপি ৩১/১২/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে গত ২০/০৬/২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি সওজ অধিদপ্তর হতে পাওয়া গিয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম চলমান আছে।	পুনর্গঠিত ডিপিপির ওপর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	নির্দেশনা ৩: দীর্ঘসূত্রিতা কাটিয়ে অবিলম্বে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী জানান, সড়কটি পিপিপি এর আওতায় নির্মাণের লক্ষ্যে পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করছে। সমীক্ষা কাজটি ডিসেম্বর ২০২১ এ সমাপ্ত হবে।	চট্টগ্রাম - কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সমীক্ষা কাজ সম্পন্ন করে পরবর্তী কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	
	নির্দেশনা ৪: দাউদকান্দি টোল প্লাজায় স্থাপিত অ্যাপস্‌ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এছাড়াও যে সকল ব্রিজে এ্যাপস্‌ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান- (ক) এ্যাপস ভিত্তিক ETC এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। (খ) যে সকল সেতু ও সড়কে ETC চালু করা সম্ভব সেগুলোতে এ ব্যবস্থা চালুর কার্যক্রম চলমান আছে। চরসিন্দুর সেতুতে ইতোমধ্যে ETC চালু করা হয়েছে। পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) উদ্বোধনের পর ETC চালু করা হবে।	(ক) অ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		(খ) যে সকল টোল সেতুতে অ্যাপসভিত্তিক ETC স্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ETC চালুর উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	
	বিআরটিএ: **নির্দেশনা ৫:** রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ব্যবহৃত মোটরযানে ৯৯৯ ফোন নম্বর ব্যবহারের বিষয়টি শর্তযুক্ত করে ০১/০৭/২০১৯ হতে বিআরটিএ কর্তৃক রাইড শেয়ারিং কোম্পানিসমূহকে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে এবং রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ভ্রমণের দূরত্ব অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণ করে দিতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, (ক) বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালের (বিএসপি) মাধ্যমে অনলাইন পদ্ধতিতে রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট ইস্যুর নিমিত্তে আবেদন গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ ও Online এর মাধ্যমে সরবরাহ কার্যক্রম গত ১ জুলাই ২০১৯ তারিখ থেকে শুরু করা হয়। ১৫ আগস্ট ২০২১ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৪ টি প্রতিষ্ঠানকে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিএ থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ১৪ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৩টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিআরটিএ হতে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিষ্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়েছে। নীতিমালা অনুসরণ করে রাইডশেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা এবং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে। গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ১৪টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ২৫,২৯৩টি রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।	(ক) নীতিমালা অনুসরণ করে রাইড শেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা এবং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	(খ) নবায়ন না করা ৯টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৬টি প্রতিষ্ঠান নবায়নের জন্য আবেদন করেছে। অবশিষ্ট ৩টি প্রতিষ্ঠান অতি শীঘ্রই নবায়নের আবেদন করবেন মর্মে জানা যায়। নবায়নের জন্য আবেদনকারী রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুমোদনের কার্যক্রম চলমান আছে।	(খ) নবায়নের আবেদন করার জন্য ৩টি প্রতিষ্ঠানকে তাগিত দিতে হবে এবং কোনো প্রতিষ্ঠান নাবায়ন না করলে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
	(গ) অতিরিক্ত ভাড়া আদায়কারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও অভিযোগ দাখিলের জন্য ফোন নম্বর ও ঠিকানা ওয়েব সাইটে উল্লেখ করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	(গ) অতিরিক্ত ভাড়া আদায়কারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ে দ্রুত পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে।	
	(ঘ) ৯৯৯ নম্বর ব্যবহারের জটিলতা নিরসনে বাংলাদেশ পুলিশ ও রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	(ঘ) ৯৯৯ নম্বর ব্যবহারের বিষয়ে রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও পুলিশ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	
	নির্দেশনা ৬: পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে প্রণীত সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ কার্যকর করার নিমিত্ত এ আইনের অধীন বিধি প্রণয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে ক্রম ৬(ক)-তে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাই পুনরায় আলোচনার প্রয়োজন নেই।	ক্রম ৬ (ক)-তে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/এস্টেট) /চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (আইন)
	ডিটিসিএ **নির্দেশনা ৭:** ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটির কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার নিমিত্ত কমিটিতে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে ডিটিসিএ'র পরিচালনা পর্ষদে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।		

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বাস্তবায়ন অগ্রগতি: ডিটিসিএ'র প্রতিনিধি জানান, সহকারী সচিব (ডিটিসিএ) জানান, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২১ সংশোধনের নিমিত্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৬-১০-২০২১ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান আছে।	সংশোধনকৃত খসড়া ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ এর ওপর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)

০৩। সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২১/১০/২০২১
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব